بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ　　نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ　　وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর ও হযরত আবু দুজানা রাজিআল্লাহু আনহুম এর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক
মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ১৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ তা'ঊয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ বদরী সাহাবার স্মৃতিচারণ করা হবে। ধারাবাহিকভাবে যে স্মৃতিচারণ চলছিল তা হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) সংক্রান্ত। এখন সেই স্মৃতিচারণই পুনরায় শুরু হচ্ছে। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন অঙ্গচ্ছেদ করা অবস্থায় আমার পিতাকে নবী করীম (সাঃ)এর নিকট আনা হয় অর্থাৎ তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছিল; বিশেষ করে কান ও নাক। তার মরদেহ মহানবী (সাঃ)এর সম্মুখে রাখা হয়। তিনি (রাঃ) বলেন, তখন আমি তার চেহারা থেকে কাপড় সরাতে গেলে লোকেরা আমাকে নিষেধ করে। এরপর লোকেরা এক মহিলার চিৎকারধ্বনি শুনতে পায়; তখন কেউ একজন বলে, ইনি আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ)এর কন্যা। তার নাম ছিল হযরত ফাতেমা বিনতে আমর (রাঃ)। অথবা এটিও বলা হয় যে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ)এর বোন ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, কেঁদো না, কেননা ফেরেশতারা তাদের ডানা প্রসারিত করে তার ওপর নিরবচ্ছিন্নভাবে ছায়া করে রেখেছে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধে শহীদদের নামাযে জানাযার ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। সহীহ বুখারিতে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে। এতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, ওহুদের যুদ্ধের শহীদদের গোসলও দেয়া হয় নি আর তাদের জানাযার নামাযও পড়া হয়নি। বুখারীর অপর একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, ওহুদের যুদ্ধের ৮ বছর পর মহানবী (সাঃ) শহীদদের জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। সুনান ইবনে মাজাতে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, ওহুদের যুদ্ধের শহীদদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সমীপে আনা হলে তিনি (সাঃ) ১০ জন করে সাহাবীর জানাযা (একসাথে) পড়াতেন। হযরত হামযা (রাঃ)এর মরদেহ তাঁর কাছেই থাকতো কিন্তু অন্য শহীদদের সরিয়ে নেয়া হতো। সুনান আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, ওহুদের শহীদদের গোসলও দেওয়া হয়নি এবং তাদের রক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহসহ তাদের দাফন করা হয় আর তাদের কারোরই জানাযার নামায আদায় করা হয়নি। সীরাতে খাতামান্নাবীঈনে হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম. এ. সাহেব লিখেছেন, যদিও তখন জানাযার নামায আদায় করা হয় নি কিন্তু পরবর্তীতে মহানবী (সাঃ) উনার মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী সময়ে বিশেষ করে ওহুদের শহীদদের জানাযার নামায পড়ান।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি আমার পিতার জন্য উহুদের যুদ্ধের ছয় মাস পর কবর প্রস্তুত করি এবং তাকে তাতে দাফন করি। তখন আমি তার দেহে কোন পরিবর্তন দেখতে পাইনি।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ আরও বর্ণনা করেন যে, আমার সাথে মহানবী (সাঃ)এর সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বলেন, হে জাবের! কারণ কী, আমি তোমাকে বিষণ্ণ দেখতে পাচ্ছি? আমি নিবেদন

করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং তিনি ঋণ ও সন্তানাদি রেখে গেছেন। তিনি (সাঃ) বলেন, আমি কি তোমাকে সে অবস্থার সুসংবাদ দিব না যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা তোমার পিতার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! অবশ্যই। তিনি (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা পর্দার অন্তরাল করা ছাড়া কারো সাথে কথা বলেন নি। অর্থাৎ যার সাথেই আল্লাহ্‌তা'লা কথা বলেছেন, পর্দার অন্তরাল থেকে বলেছেন, কিন্তু তোমার পিতাকে আল্লাহ্‌তা'লা জীবিত করেছেন আর এরপর তার সাথে সামনা-সামনি কথা বলেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার কাছে কি চাও, যেন আমি তোমাকে দিতে পারি। তিনি নিবেদন করেন, হে আমার প্রভু! আমাকে পুনরায় জীবিত করো যেন আমি তোমার পথে পুনরায় নিহত হতে পারি। তখন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, আমি এই সিদ্ধান্ত করে রেখেছি যে, যে ব্যক্তি একবার মৃত্যুবরণ করে তাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তিত করা হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর আল্লাহ্‌তা'লার কাছে নিবেদন করেন যে, হে আমার প্রভু! আমার পিছনে রয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের কাছেএই কথা পৌঁছে দাও। এই উপলক্ষ্যে আল্লাহ্‌তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মোটেই মৃত মনে করো না, বরং তারা যে জীবিত। তাদেরকে তাদের প্রভুর সন্নিধানে রিযক সরবরাহ করা হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হযরত আবু দুজানা। হযরত আবু দুজানা আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু সায়েদার সদস্য ছিলেন। তিনি (রাঃ) বদর ও উহুদ-সহ অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ)এর সহযোদ্ধা ছিলেন। হযরত আবু দুজানাকে আনসারদের জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্য করা হতো। তিনি মহানবী (সাঃ)এর জীবদ্দশায় সংঘটিত যুদ্ধসমূহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধের ময়দানে হযরত আবু দুজানা (রাঃ) পরম বীরত্ব প্রদর্শন করেন আর তিনি পরম দক্ষ অশ্বারোহী ছিলেন। তার একটি লাল রঙের রুমাল ছিল যা কেবল যুদ্ধের সময়ই তিনি মাথায় বাঁধতেন। তিনি যখন সেই লাল রুমাল মাথায় বাঁধতেন তখন মানুষ বুঝে যেত যে, এখন তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। হযরত আবু দুজানা (রাঃ) সাহসী এবং বীর পুরুষদের মাঝে পরিগণ্য হতেন। মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু দুজানাকে যুদ্ধক্ষেত্রে তার লাল পাগড়ির কারণে চেনা যেত এবং বদরের যুদ্ধেও এটি তার মাথায় ছিল। মুহাম্মদ বিন উমর বলেন, হযরত আবু দুজানা (রাঃ) উহুদের যুদ্ধেও একইভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যুদ্ধের ময়দানে মহানবী (সাঃ)এর সাথে অবিচল ছিলেন আর মৃত্যুর শর্তে তাঁর (সাঃ) হাতে বয়আত করেছিলেন। উহুদের যুদ্ধে হযরত আবু দুজানা (রাঃ) এবং হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ) পরম বীরত্বের সাথে মহানবী (সাঃ)এর সুরক্ষায় হামলাকারীদের প্রতিহত করেন। সেদিন হযরত আবু দুজানা (রাঃ) মারাত্মক আহত হন আর হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, উহুদের দিন মহানবী (সাঃ) একটি তরবারি হাতে নেন এবং বলেন, مَنْ يَّاْخُذُ مِنِّيْ هٰذَا যার অর্থ ঃ কে আমার কাছ থেকে এটি নিতে চায়? সবাই তখন নিজ নিজ হাত প্রসারিত করে বলে, আমি নিতে চাই, আমি। মহানবী (সাঃ) পুনরায় বলেন, فَمَنْ يَّاْخُذُهٗ بِحَقِّهٖ অর্থাৎ, কে এটির প্রতি সুবিচারের শর্তে গ্রহণ করতে চায়? হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এটি শুনে সবাই থেমে যায়। তখন হযরত আবু দুজানা (রাঃ) বলেন, আমি এটির যথার্থ অধিকার প্রদানের শর্তে এটি গ্রহণ করছি। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এরপর তিনি এই তরবারি গ্রহণ করেন এবং মুশরিকদের গর্দান কর্তন করেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু দুজানা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, এটির যথার্থ অধিকার প্রদান বলতে কী বুঝায়? তখন মহানবী (সাঃ) বলেন, এর মাধ্যমে কোন মুসলমানকে হত্যা করবে না এবং এটি থাকতে কোন কাফিরের ভয়ে পলায়ন করবে না, অর্থাৎ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করবে। এটি শুনে হযরত আবু দুজানা (রাঃ) বলেন, আমি এর প্রতি সুবিচারের শর্তে এটি গ্রহণ করছি। মহানবী (সাঃ) যখন হযরত আবু দুজানাকে উক্ত তরবারি প্রদান করেন তখন হযরত আবু দুজানা তা দিয়ে মুশরিকদের মুণ্ডুপাত করেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে,উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) একটি তরবারি দিয়ে বলেন, আমি এই তরবারি তাকেই দিব-যে এর প্রতি সুবিচারের প্রতিশ্রুতি দিবে। অনেকেই সেই তরবারি গ্রহণে আগ্রহ দেখালেন। তিনি (সাঃ) আবু দুজানা আনসারীকে সেই তরবারি প্রদান করলেন। যুদ্ধের ময়দানের এক জায়গায় মক্কাবাসীদের কিছু সৈন্য আবু দুজানার ওপর আক্রমন করে। তিনি যখন তাদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন তখন দেখলেন, একজন সৈন্য তাদের মাঝে সর্বোচ্চ উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করছে। তিনি তরবারি উচিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে তার কাছে যান কিন্তু

তাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসেন। তাঁর কোন বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তাকে কেন ছেড়ে দিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি যখন তার কাছে গেলাম তখন তার মুখ থেকে এমন একটি বাক্য বের হল, যাতে আমি বুঝে গেলাম-সে পুরুষ নয় বরং মহিলা। সেই বন্ধু বললেন, যা-ই হোক, সে তো অন্য সৈন্যদের ন্যায় যুদ্ধ করছিল, তবুও কেন আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন? আবু দুজানা বললেন, আমার কাছে এটি অসহনীয় ছিল যে, আমি মহানবী (সাঃ)এর তরবারি এক দূর্বল মহিলার উপর চালাব। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন, মোটকথা, মহানবী (সাঃ) সর্বদা মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দিতেন, যার কারনে কাফের মহিলারা বড় ধৃষ্টতার সাথে মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা করতো কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানরা তা সহ্য করতেন।

যায়েদ বিন আসলাম বর্ণনা করেন, হযরত আবু দুজানা (রাঃ) অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে লোকেরা তাকে দেখার জন্য আসে, সে সময়ও তার চেহারা ঝলমল করছিল। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার চেহারার ঔজ্জ্বল্যের কারণ কী? এর উত্তরে হযরত আবু দুজানা (রাঃ) বললেন, আমার কর্মগুলোর মধ্যে এমন দু'টি কর্ম রয়েছে যা আমার নিকট অনেক বেশী ভারী এবং পরিপক্ক। প্রথমটি হলো আমি কখনো এমন কথা বলি না যার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার হৃদয় মুসলমানদের জন্য সর্বদা পরিষ্কার থাকে। হযরত আবু দুজানা (রাঃ) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। মুসায়লামা কায্যাব, মহানবী (সাঃ)এর মৃত্যুর পর মিথ্যা নবুয়তের দাবী করে মদীনার বিরুদ্ধে সেনাভিযানের ষড়যন্ত্র করলে হযরত আবুবকর (রাঃ) তাকে দমনের লক্ষ্যে ১২ হিজরীতে সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। হযরত আবু দুজানা (রাঃ) ও সেই সৈন্যদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত আবু দুজানা (রাঃ) ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন এবং শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) খুৎবা শেষে বলেন, পেশাওয়ার জেলার সাইয়্যেদ জালাল সাহেবের পুত্র শ্রদ্ধেয় মাহবুব খান সাহেবকে বিরোধীরা ৮ নভেম্বর ২০২০ ইং সকাল আটটায় পেশাওয়ারের শেখ মোহাম্মদী গ্রামে গুলি করে শহীদ করে। **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন**। দ্বিতীয় জানাযা পাকিস্তান নিবাসী মুরব্বী সিলসিলাহ্ ফখর আহমদ ফরখ সাহেবের। ১ নভেম্বর ২০২০ সন্ধ্যা সোয়া ছয়টার সময় তিনি তার ছেলে এহতেশাম আব্দুল্লাহর সাথে আহমদ নগর থেকে ফিরার পথে এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন**। পরবর্তী জানাযা রাবওয়ার মিয়া আব্দুল লতীফ সাহেবের পুত্র মুকাররম ডক্টর আব্দুল করীম সাহেবের যিনি স্ট্যাট ব্যাংক অব পাকিস্তানের অবসরপ্রাপ্ত ইকোনোমিক উপদেষ্টা ছিলেন। ৯২ বছর বয়সে ১৪ সেপ্টেম্বরে তিনি পরলোকগমন করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ্‌তা'লা মরহুমীনদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তান-সন্ততিকেও তার সৎকাজগুলোর ওপর চলার তৌফিক দান করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔ عِبَادَ اللّٰهِ
رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
13 November 2020

Makeup & Distribute **FROM**

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

সত্যের সন্ধানে

ইনশাল্লাহ আগামী ২৬ নভেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর ২০২০ চারদিন ব্যাপি পুনঃরায় 'সত্যের সন্ধানে' এম.টি.এ তে শুরু হতে চলেছে। অনুষ্ঠানটি প্রতিদিন ভারতীয় সময়ানুযায়ী সন্ধ্যে সাড়ে ৭ টায় শুরু হবে। শুধুমাত্র ২৭ নভেম্বর শুক্রবার হুজুরের লাইভ খুৎবা শেষে রাত্রি আট-টায় শুরু হবে। অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের নিজ জামা'তে এবং স্ব-স্ব অঞ্চলে এখনই সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংবাদটি জানিয়ে দিন। আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীরা যেন নিজেরা বেশি করে এই আয়োজনগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং নিজেদের অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী আর বন্ধু-সহকর্মীদেরকে এই অনুষ্ঠানগুলো বেশি করে দেখানোর ব্যবস্থা করেন তার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুষ্ঠান শেষে *amjbirbhum@gmail.com*-এ রিপোর্ট পাঠানোর জন্য মোয়াল্লিম/মোবাল্লিগ সাহেবদের নিকট নিবেদন রইল।

সেখ মহাম্মদ আলী
জেলা মুবাল্লীগ ইনচার্য, বীরভূম